জ্যোৎস্নার রূপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১/ 'একদিনের কথা জীবনে ভুলিব না।'

ক) কার উক্তি ?

⇒ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আরণ্যক' থেকে গৃহীত 'জ্যোৎস্নার রূপ' পাঠ্যাংশে উক্তিটি লেখকের অর্থাৎ লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

খ) সেদিন কোন্ তিথি ছিল ?

⇒ সেদিন দোলপূর্ণিমা তিথি ছিল।

গ) সেদিন কিসের উৎসব ছিল ?

⇒ সেদিন হোলি অর্থাৎ দোলযাত্রা উৎসব ছিল।

ঘ) সিপাহিরা সেদিন কি বাজিয়েছে ?

⇒ সিপাহিরা অর্থাৎ জমিদারি প্রহরায় রত ব্যক্তিরা দোল পূর্ণিমার দিন ঢোল বাজিয়েছে।

ঙ) সেদিন তারা কি খেলেছে ?

⇒ সেদিন অর্থাৎ দোল পূর্ণিমার দিন তারা হোলি খেলেছে। রঙ ও আবির দিয়ে দোলপূর্ণিমার দিন হোলি খেলা হয়।

চ) লেখক সেদিন রাতে কি করেছেন ?

⇒ লেখক অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন রাতে যখন সিপাহিরা সারাদিন ঢোল বাজিয়ে হোলি খেলার পরও সন্ধ্যায় নাচ-গানে মেতে রয়েছেন তখন তিনি ঘরে বসে রাত

②

প্রায় একটা পর্যন্ত অফিসের প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি করেছেন অর্থাৎ হেড অফিসের জন্য চিঠিপত্র লিখলেন।

ছ) তিনি কি দেখেছিলেন?

⇒ তিনি অর্থাৎ লেখক এক দোল পূর্ণিমা তিথির, শীতের রাতে ফুলকিয়া বইহার অঞ্চলে জ্যোৎস্নারাত্রির অপরূপ রূপ দেখেছিলেন।

জ) কেন তা তিনি জীবনে ভুলবেন না?

⇒ লেখক সেদিন দোল পূর্ণিমার শীতের রাতে হঠাৎ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ফুলকিয়া-বইহারের বনানীর জ্যোৎস্নাময় যে রূপ দেখলেন, তেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এর আগে কোন দিন দেখেন নি। এই সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, কানে শুনে বা লেখা পড়ে তা উপলব্ধি করা যাবে না তাঁর মনের মনিকোঠায় এই রূপ সৌন্দর্যের ছবি চিরতরে আঁকা হয়ে আছে। তাই তা তিনি অর্থাৎ লেখক জীবনে ভুলবেন না।

৩/ 'পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম'।

ক) কে দেখলেন?

⇒ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আরণ্যক' থেকে গৃহীত 'জ্যোৎস্নার রূপ' পাঠ্যাংশে, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ দেখলেন লেখক অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

P.T.O

(খ) পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না কোন দিন দেখা যায়?

→ পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না প্রতি পূর্ণিমা রাত্রির দিন দেখা যায়।

(গ) বক্তা কোন জায়গায় জ্যোৎস্না দেখলেন?

→ বক্তা অর্থাৎ বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলকিয়া বইহার অঞ্চলের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না দেখলেন।

(ঘ) তখন কোন কাল?

→ তখন শীতকাল, বলে লেখক পাঠ্যাংশে উল্লেখ করেছেন।

(ঙ) কোন সময় তিনি জ্যোৎস্না দেখলেন?

→ ফুলকিয়া বইহার অঞ্চলে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে যখন সিপাহিরা সারাদিন ঢোল বাজিয়ে হোলি খেলে সন্ধ্যার পরও হোলিখেলা থামল না, তখন লেখক নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করল, কাজ যখন শেষ হল, তখন ঘড়িতে প্রায় রাত ২ টা, সেই সময়ই তিনি জ্যোৎস্না দেখলেন।

(চ) কোথায় দাঁড়িয়ে তিনি জ্যোৎস্না দেখলেন?

→ রাত প্রায় ২ টা পর্যন্ত কাজ করে লেখক যখন একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলেন, তখনই পূর্ণিমারাত্রির অপরূপ জ্যোৎস্না দেখলেন, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে।

তারপর এই অপরূপ রূপ আরো ভালো ভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তিনি।

(ছ) কেন এই দৃশ্য তিনি ভুলবেন না ?

→ সেদিন শীতের রাতে হঠাৎ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে লেখক ফুলকিয়া বইহারের বনানীর জ্যোৎস্নাময় যে রূপ দেখলেন, তেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লেখক এর আগে কোনদিন দেখেন নি। এই সৌন্দর্যের বর্ননা দেওয়া অসম্ভব নয়, কানে শুনে বা লেখা পড়ে তা উপলব্ধিও করা যায় না — লেখকের মনের মনিকোঠায় এই অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি চিরতরে আঁকা হয়ে আছে। লেখক তাই এই দৃশ্য ভুলবেন না।